গাংনীতে ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ফারুক হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী প্রার্থী মো: ফারুক হাসানের পক্ষে গণসংযোগ ও ভোট প্রার্থনাসহ প্রচারোভিযান অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিদিন সকাল থেকে সারাদিন তার কর্মী- সমর্থকদের সাথে নিয়ে গাংনী শহরসহ তার নির্বাচনী এলাকায় মানুষের কাছে প্রতিক চিনিয়ে দিচ্ছেন এবং ভোট প্রার্থনা করছেন। ফারুক হাসানের নির্বাচনী প্রতিক টিউবওয়েল।

প্রচারোভিযানে কর্মী- সমর্থকরা বলছেন, ফারুক হাসান ঠিকাদারি পেশায় থাকলেও তিনি নিরবে নিভৃতে গরীব অসহায় ও দুঃখী মানুষের পাশে থেকে সেবা করে আসছেন। ফারুক হাসান গাংনীর মানুষের কাছে একজন পরিচিত মানুষ। সন সময় তাকে প্রয়োজনে পাশে পাওয়া যাবে। তিনি যেন গাংনীর সব মানুষের সেবা করতে পারেন সে জন্য ফারুক হাসানকে তার টিউবওয়েল মার্কায় ভোট দিয়ে মানব সেবার সুযোগটুকু করে দেবেন। আসন্ন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথম অংশ গ্রহণকারী ভাইস চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী ফারুক হাসান গাংনী উপজেলার অত্যান্ত পরিচিত ব্যাক্তি কমরেড আব্দুল মাবুদ এর ছেলে।

ফারুক হাসান বলেন, জনগণ আমাকে উৎসাহ দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বলায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার টিউবওয়েল মার্কায় ভোট দিয়ে মানুষের সেবা করার সুযোগ দিলে আমি মানুষের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করব।। তিনি আরো বলেন, আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় যেখানে যেখানে গিয়েছি সাধারণ ভোটারদের মাঝে আমি ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। আশা করছি বিপুল ভোটে আমি জয় লাভ করব। আমাদের মধ্যে যারা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করেই মানুষ টিউবওয়েল প্রতীকের প্রতি অন্যরকম ছাড়া ফেলেছে।

আগামী ২১ মে ২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশ গ্রহন করছেন ফারুক হাসান (টিউবওয়েল) দেলোয়ার হোসেন মিঠু(তালা চাবি)

ও রেজাউর রহমান(চশমা)।

মেহেরপুরে জেলা ক্যাটাগরিতে সেরা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক উচ্ছ মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এর মেহেরপুর জেলা অফিস ।

গতকাল সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠদের এই তালিকা প্রকাশ করেন।
শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ এর নির্বাচিতদের তালিকায় জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা সদর উপজেলার পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ) গাংনীর সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ।

শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান কারিগরি পর্যায়ে গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজেরঅধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ, শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা প্রধান হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, শ্রেষ্ঠ কলেজ প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, শ্রেষ্ঠ সহকারি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক দিলারা আফরোজ, শ্রেষ্ঠ কারিগরি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সদরের মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের শিক্ষক এস এম রফিকুল আলম বকুল, শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার সুলতানা ইয়াসমিন, শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক নির্বাচিত

হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক মোঃ খেদমত আলী মালিথা।

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ রোভার গ্রুপ নির্বাচিত হয়েছে, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের রোভার গ্রুপ, শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি দল নির্বাচিত হয়েছে, মেহেরপুর সরকারি কলেজবিএনসিসি দল, শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক সুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইড শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন, গাংনী উপজেলার জোরপুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লায়লা আতকিয়ারা, শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক মুন্সি এ এইস এম রাশেদুল হক, শ্রেষ্ঠ স্কুল শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী আতকিয়া ফাইজা, শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন, সদর উপজেলার গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার ছাত্রী মাঈশা সিদ্দিকা, শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র তানজীফ রহমান অর্পণ, শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচিত হয়েছেন, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের আব্দুল্লাহ আল জামি, শ্রেষ্ঠ গার্লস গাইড নির্বাচিত হয়েছেন, একই বিদ্যালয়ের আতকিয়া ফাইজা, শ্রেষ্ঠ রোভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনিক হাসান, শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট নির্বাচিত হয়েছেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের জেনিথ ইসলাম, শ্রেষ্ঠ স্কাউট গ্রুপ নির্বাচিত হয়েছেন, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শ্রেষ্ঠ গার্লস গ্রুপ গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ।

এদিকে বিভিন্ন গ্রুপে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হওয়ায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক মহা: আবু জাফর, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, হাড়াভাঙ্গিা ডএস সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকসহ অনেকেই।

মুজিবনগরে গুডনেইবাসের আমার প্রতিজ্ঞা দিবস পালন

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে, আমার প্রতিজ্ঞা দিবস পালন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়ার হাই স্কুল ক্লাসরুমে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা দিবস পালন করা হয়।

আমার প্রতিজ্ঞা দিবসে গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতী মালো, এসএমসি সভাপতি আব্দুল হাই।

প্রতিজ্ঞা দিবসে প্রজেক্ট ম্যানেজার সুব্রত টুডু ছাত্র ছাত্রীদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান:

৫ টি প্রতিজ্ঞা যা আমি কখনোই করব না:

(১) আমি স্কুলে অনুপস্থিত থাকব না (২) আমি শিশু শ্রমে অংশ নেব না
(৩) আমি বাল্য বিবাহ করব না (৪) আমি কখনো অসৎ কাজ করব না (৫) আমি নিজের ও অন্যের জীবন বিপন্ন করব না ।

৫ টি প্রতিজ্ঞা যা আমি করব:

(১) আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করব (২) আমি আমার স্বপ্নকে সফল করব (৩) আমি আমার পরিবার নিয়ে সুখে থাকব (৪) আমি সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন যাপন করব (৫) আমি একজন সু-প্রতিবেশী হব। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা শপথ বাক্য মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে।অনুষ্ঠানটির সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন,মেহেরপুর সিডিপির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ।

আমার প্রতিজ্ঞা দিবসে সেন্ট জেভিয়ার্স জুনিয়র হাই স্কুলের

মেহেরপুরে জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের উদ্যোগে শরবত বিতরণ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের উদ্যোগে তৃষ্ণার্ত সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে শরবত বিতরণের আয়োজন করা হয়।

রবিবার বেলা ১১:৩০ মিনিটের সময় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে শরবত বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ।

এসময় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত থেকে তৃষ্ণার্ত সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে শরবত বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

অধিগ্রহণ জটিলতায় আটকা মুজিবনগর মডেল মসজিদ

কার্যাদেশের সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হলেও আজও জমি অধিগ্রহণের কারণে কাজ শুরু হয়নি মেহেরপুরের মুজিবনগর মডেল মসজিদের। জেলা, সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ শেষ হলেও অধরা যেন মুক্তিযুদ্ধেও স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরের মডেল মসজিদটি।

মডেল মসজিদ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা

গেছে, “প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। যার স্মারক নমং-১৭৫৯। এর আগে ওই বছরের ২০ জুন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের সাথে বাস্তবায়নাধিন প্রতিষ্ঠান মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ চুক্তি সম্পাদন করে। প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১২ কোটি ৫৯ লাখ ১৬ হাজার ৪২১ টাকা। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিরাপত্তা অর্থ বাবদ ৬২ লাখ ৯৫ হাজার ৮২১ টাকা জমা প্রদান করেন।

জমি অধিগ্রহণের জন্য তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর একটি পত্র দেন। পত্রে উল্লেখ করেন, অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি মসজিদ নির্মানের জন্য নির্ধারিত না হওয়ায় একই মৌজায় ৫০০ ও ৩৬৪ খতিয়ানভুক্ত ৩৬৭ দাগের ০৭.২৫ শতক ও ৩৬৬ দাগের ৩৫.৬৭ মিলে ৪২.৯২ শতক জমা পাওয়া যাচ্ছে বলে স্কেচ ম্যাপ পাঠিয়ে তা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেন। পরে সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ২০২১ সালের ২৪ অক্টোবর অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত ৪২.৯২ শতক জমি বাবদ ১ কোটি ৮৭ লাখ ৩৬ হাজার ৪২২ টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে আবেদন করেন। এবং ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি টাকা পেয়েছেন উল্লেখ করে প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রাপ্তী স্বীকার পত্র পাঠান।

তথ্য উপাত্ত জানা গেছে, জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ হলেও কার্যাদেশ প্রদানের সাড়ে চার বছর এবং বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রায় আড়াই বছর হতে চললেও এষনও পর্যন্ত সে জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। ফলে মুজিবনগরবাসী অপেক্ষায় আছেন কবে হবে মডেল মসজিদ।

অপরদিকে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করেছেন কাজটি দ্রুত শুরু করার জন্য। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়ে তাগাদা দিয়েছেন। তবুও কোন অগ্রগতি মেলেনি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদ স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের জন্য জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ইউএনও এবং নিজে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ফাইল পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অধিগ্রহণের

জন্য ৪ ধারার যে নোটিশ জারি হয় কি কারণে সে নোটিশ জেলা প্রশাসক মহোদয় কেন দেননি তার সদুত্তর আমার কাছে নেই।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি এ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধি জাকির হোসেন খাঁন বলেন, মুজিবনগর মডেল মসজিদের কাজ চুক্তি হওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে গেলো। প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় কাজটি শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বারবার আবেদন করে কোন সুফল মিলছে না।

হাসানুজ্জামান লাল্টু তিনি স্থানীয় একজন উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, মুজিবনগর বাংলাদেশের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি উপজেলা। গুরত্বপূর্ণ বিবেচনায় এখানকার মডেল মসজিদটি সবার আগে নির্মাণ হওয়া উচিৎ ছিলো। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদাসিনতায় এখনো জমি অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানতে পেরেছি। যা খুবই দু:খজনক। আশা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্টরা এই মসজিদটি নির্মাণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্থানীয় ইয়ামিন হাসান বলেন, চার বছর ধরে শুনছি মুজিবনরে মডেল মসজিদ হবে। শুনতে শুনতে জেলা শহরসহ অন্যদুটি উপজেলায় হয়ে গেছে। কিন্তু মুজিবনগরে নাকি এখনো জমি নিতেই পারেনি। জেলা প্রশাসন আন্তরিক হলে অনেকই আগেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হতো। আমাদের দাবি দ্রুত জমি অধিগ্রহণ কেও মসজিদটি নির্মাণ করা হোক।

জেলা প্রশাসক মো: শামীম হাসান বলেন, প্রস্তাবিত জমির দুইজন মালিকের একজন মামলা করেছেন এবং একজন অধিগ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। এ সংক্রান্ত জটিলতায় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে আছে। ফলে মডেল মসজিদের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

প্রকল্প পরিচালক মো: নজিবর রহমান বলেন, জেলা প্রশাসক জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমরা জমি অধিগ্রহণের টাকাও দিয়ে দিয়েছি। বারবার তাগাদা দিচ্ছি জমি অধিগ্রহণের জন্য। গত ২২ এপ্রিল এনিয়ে পুনরায় মিটিং করে তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন।

শনিবার (৪ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চেয়ারম্যান প্রার্থীর বড় বাজারস্থ নির্বাচনী অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইব্রাহিম শাহীন বলেন, দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই নির্বাচনে কাউকে প্রভাবিত করতে পারবেন না, দলীয় কোন পদ-পদবি ব্যবহার করতে পারবেন না এবং দলীয় নাম ভাঙ্গিয়ে কোন নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবেন না।

সেই জায়গা থেকে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই মেহেরপুর ত্যাগ করলেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, দলীয় ফোরাম ব্যবহার করে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিন সরাসরি দলকে ও কর্মীদের কে ভুল বুঝিয়ে। তিনি বলেছেন উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এই কাজটি করছি।

আশরাফপুরে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে যেই জনসভা করলো সেই জনসভাতেও দলের ব্যানারটা ব্যবহার করলেন এইভাবে দলীয় পদ-পদবি দিয়ে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন আমরা একজায়গায় হয়েছি।

দুজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাদের ইউনিয়ন পরিষদের পিবিসিএস ব্যবহার করলেন। একজন হলেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান । তিনি তার পিবিসিএস ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করে আইন লঙ্ঘন করে তিনি তার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় একটি প্রার্থীর পক্ষে প্রচার প্রচারণার জন্যে তিনি ব্যবহার করলেন।

আরেকজন হচ্ছে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি তার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় কে ব্যবহার করলেন নির্বাচন কেন্দ্র হিসেবে। যা এইসব নিয়ে আমার প্রিয় নেতার প্রতি আমার কোনো

অভিযোগ নেই।

আজকে আমার প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে ভয় ভীতি, হুমকি, ভোটারের এজেন্ট রাখবো না, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে দেবো না বলে হুমকি দিচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করে বলেন, পাঁচ বছরের জন্য মানুষ তাকে ভোট দিয়ে আমদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছিলেন কিন্তু তিনি মামলা করে দীর্ঘদিন চেয়ারম্যানের পদ দখল করে রেখেছিলেন।

তিনি ১৩ বছর স্বৈরাচার চেয়ারম্যান ছিলেন। কারণ হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে যদি না আসে তাহলে বুঝে নিতে হবে তিনি স্বৈরাচার হয়ে গেছেন। আমরা সেই স্বৈরাচারের যুগে ফিরতে চাই কিনা?

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় বিএনপি নেতা ভুট্টো বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশ করায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো কে বহিষ্কার করেছে দল।

আজ শনিবার (৪ মে) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদের বহিষ্কারের কথা জানানো হয় বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন জানিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে আপনাকে নির্দেশক্রমে বহিষ্কার করা হলো। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে।

দল থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমি এ বিষয়ে জেনেছি। এখনো কোনো চিঠি হাতে পাইনি। তবে এসব বিষয় মাথায় নিয়েই তো আমি নির্বাচনে নেমেছি।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে মেয়াদোত্তীর্ণ বিষে কৃষকের ফসল বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মো সেলিম নামের এক কৃষকের মেয়াদোত্তীর্ণ বিষ প্রয়োগের কারনে লক্ষাধিক টাকার ফসল বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে কাবরান হোসেনের দোকান থেকে বিষ কিনেছেন। জমিতে দেওয়ার পর দেখেন বিষের মেয়াদ নেই তৎক্ষনাৎ দোকানদার কাবরান কে ফোন করতে তিনি মুঠো ফোনেই জানান ভালো জিনিস মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না আর বিষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আরো বেশি কাজ হয়।কোন সমস্যা হবে না দিয়ে দাও।

বিষ দেওয়ার কিছু দিনের মাথায় ভুক্তভোগী কৃষক সেলিম হোসেন দেখেন তার বিক্রয় উপযোগী বাধাকফি পচন লেগেছে এবং পোকায় খেয়ে ঝাঝরা করে দিয়েছে। দোকানদার কে এ বিষয়ে জানালে তিনি কোন প্রাকার গুরুত্ব না দিয়ে উল্টা হুমকি ধামকি প্রদর্শন করেন বলে জানাগেছে।

এ বিষয়ে কৃষক সেলিম জানান গত ধানের আবাদের সময় আমাকে খারাপ বিষ দিয়ে ৮২ শতক জমির ধান নষ্ট হয়েছে এক মন ধান ও আমি ঘরে তুলতে পারিনি। তখন আমাকে সবাই বল্লো যা হয়েছে হয়েছে কিছু করতে হবে না। সেবার আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু সেই একই কাজ আবার করেছে। এবার দুই জমি মিলিয়ে ২৭ কাঠা জমির বাধা কফি নষ্ট হয়ে গেছে। পোকায় খেয়েছে এবং পচে গিয়েছে।আমি যতগুলো বিষ দিয়েছে সব সিনজেনটা কম্পানির মেয়াদোত্তীর্ণ ও ভেজাল বিষ।বতলের যে বিষ গুলো দিয়েছে

কৃষক সেলিম। তার দাবি আমার সুষ্ঠু বিচার হোক আমার কেউ নেই বলে আমাকে উঠিয়ে দেবার ও হুমকি দিচ্ছে। আমি গরীব বলে কি আমি বিচার পাবো না। যদি বিচার না পাই তাহলে এই বিষ খেয়েই জীবন শেষ করে দিব সকলকে স্বাক্ষী রেখে। তাই আমি আইনের সকলের কাছে বিচার দাবি করছি। আমাকে একটা সুষ্ঠু বিচার করে দেন সকলে।

মেহেরপুর সদরে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামকে শোকজ করেছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো: ওয়ালিউল্লাহ। গত শুক্রবার এক জরুরী চিঠিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজে বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ এর (ঘ) এবং বিধি ৩১ অনুযায়ী “প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না”। তারপরও আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর গ্রামে নির্বাচনি মতবিনিময় সভায় কর্মী-সমর্থকরা আপনার পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণাকালে উস্কানিমুলক বক্তব্য বা বিবৃতি, পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন যা গত ৩ মে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল হয়েছে। যা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮ (ঘ) ও ৩১ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৮(ঘ) ও ৩১ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব আজ শনিবার বিকাল ৪টার মধ্যে জেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেরপুর ও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।